REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৯ ইংরাজী 25th May 1932 | ২য় সংখ্যা

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটী, বল্ট্, প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাইপ প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি ও ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং

৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা বড়বাজার।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ২৲ দুই পয়সা। বাংসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি পাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি পাইন ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি পাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি পাইন প্রতিবার ৵০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি পাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে।

বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হিলিংবাম

গত ৩৮ বৎসরের পরীক্ষায় **সর্ব্বপ্রকার** মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে স্নেহের জ্বালা যন্ত্রণা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না বা অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই, এম, এস, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস ইত্যাদি। **একত্রিত অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।**

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন গরম আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

কর্পূরাসিষ্ট ঘর কারম্মা রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

ছাদের জন্য
লোহার কড়ি
বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।
নিরঞ্জন এণ্ড কোং
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৯ সাল।

নূতন মুন্সেফ।

জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালতের মুন্সেফ বাবু বদলী হওয়ায় তাঁহার স্থানে মৌলবী মির্জ্জা জাফর বক্স্ সাহেব কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

যক্ষ্মা হাসপাতাল।

৺কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় মহাশয়ের প্রদত্ত সুবিস্তৃত পাতিপুকুর বাগানে যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অন্তর্গত এক যক্ষ্মা হাসপাতালের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

ক্যানসার রোগের চিকিৎসা।

বার্লিনের অধ্যাপক পল রোসেনষ্টিন ৩ জন ক্যান্সার রোগীকে বার্লিনের মেডিক্যাল সোসাইটীর সম্মুখে আনিয়া দেখাইয়াছেন যে, "হরমো' নামক এক পদার্থ রোগীর মেরুদণ্ডে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে রোগমুক্ত করিয়াছেন।

মৃত্যু।

জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালতের আমলা মহম্মদ হোসেন মিঞা বুধবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় নিউমোনিয়া রোগে মারা গিয়াছেন। তিনি সাধারণের সহিত খুব ভাল ব্যবহার করিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

কুমিল্লায় ডাকপিওন আক্রান্ত।

তিনজন বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার।

চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গোপাল দে ও সারদা বসু নামক তিনজন বাঙ্গালী যুবক বন্দুক লইয়া কুমিল্লার নিকট রামচন্দ্রপুর হইতে মুরাদনগরের পথে এক ডাকপিওনকে আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার নিকট ৮২৫ টাকা ছিল। পিওনটী চীৎকার করায় তিনজনই ধৃত হইয়াছে। তাহাদের নিকট দুইটী রিভলবার পাওয়া গিয়াছে।

রাজবন্দী মণীন্দ্র ঘটক।

টাঙ্গাইলের অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন ঘটক আইন অমান্য সম্পর্কে দণ্ডলাভ করিয়া ময়মনসিং জেলে ছিলেন। ১২ই মে সন্ধ্যায় ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে তাঁহার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁহার ভ্রাতা ধীরেন্দ্রমোহন ঘটক ও অন্যান্য আত্মীয়েরা ময়মনসিংহে মৃতদেহ সৎকার করিয়াছেন। তিনি খুব ভাল ধনুর্ব্বিদ্যা জানিতেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে কলির অর্জ্জুন বলিত। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, বিধবা পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়গণ আছেন।

ঢাকায় ভীষণ ট্রেণ ডাকাতি।

৩২ হাজার টাকা লুণ্ঠিত।

১৩ই মে অপরাহ্নে ঢাকা রেল ষ্টেশনের নিকট এ, বি, রেলের ২৫৪ নং ডাউন ট্রেণের শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইয়া কয়েকজন যুবক রিভলভার দেখাইয়া এক মাড়োয়ারী ও এক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ৩২ হাজার টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। ট্রেণের গার্ড ঐ স্থানে আসিলে তাহাকে গুলী মারা হইয়াছে। ডাকাতগণ এক মোটরে উঠিয়া পলায়ন করিয়াছে।

মুর্শিদাবাদে ডাকাতি।

গ্রামবাসী ও ডাকাতে লড়াই।

গত ১৬ই মে মধ্যরাত্রে প্রায় দশ বারজন ডাকাত বন্দুক ও লাঠি লইয়া বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত রতনপুর গ্রামের পশুপতি হালদারের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং ৫০০৲ টাকার জিনিষপত্র লুঠ করিয়া চম্পট দেয়। ডাকাতদের সহিত হাতাহাতি লড়াইয়ে প্রায় জন ছয়েক গ্রামবাসী আহত হয়। পরিশেষে একজন ডাকাতকে কাবু করিয়া ধরিয়া ফেলা হয় এবং পুলিশের নিকট সমর্পণ করা হয়। পরে ঐ দলের আরও পাঁচজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

কান্দীতে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি।

বহু বৃক্ষাদি সমূলে উৎপাটিত।

অদ্য সায়াহ্নকালে এই মহকুমার উপর দিয়া বারিপাতসহ এক ভীষণ ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। বহু বৃক্ষাদি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। কান্দী-রাণাঘাট রোডের উপর বড় বড় গাছ পতিত হওয়ায় উক্ত রাস্তা কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকে।

বাঙ্গালার গভর্ণরের দার্জ্জিলিং যাত্রা।

গত ১৮ই মে বাঙ্গলার গবর্ণর সিমলা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গতকল্য লাটপ্রাসাদে বাঙ্গলার পাটসমস্যা সম্পর্কে একটি বৈঠক হয়, লাট বাহাদুর উহার সভাপতিত্ব করেন। গতকল্য রাত্রি ৮-২১ মিনিটের সময় লাট বাহাদুর শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে সদলবলে দার্জ্জিলিং মেলযোগে দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন।

পরলোকে বিপিনচন্দ্র পাল।

বাঙ্গালার প্রবীণ রাজনীতিক, প্রতিভাবান সংবাদপত্রসেবী, বাগ্মী শ্রেষ্ঠ-মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল গত শুক্রবার বেলা ১৷৷০ ঘটিকার সময় তাঁহার বালীগঞ্জের বাসভবনে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি অত্যধিক রক্তের চাপে ভুগিতেছিলেন। গত শুক্রবার প্রাতে তিনি হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁহার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে। অবশেষে বেলা ১৷৷০ ঘটিকার সময় কর্ম্মবীর বিপিনচন্দ্রের জীবন-দীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হয়।

আমরা বিপিনচন্দ্রের স্বজন-বিয়োগ-বিধুর পরিজনবর্গ, বন্ধুমণ্ডলী ও গুণমুগ্ধ অনুরাগীগণের সহিত আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

সর্পবিষনাশের অভিনব উপায়।

নিশ্বাসের সহিত ময়ূরপুচ্ছের ধূম গ্রহণ।

কিরূপ অভিনব উপায়ে এক সাধু বিষধর-সর্পদষ্ট জনৈক ব্যক্তিকে নিরাময় করিয়াছিল তাহা দেখিবার জন্য এখানে বহু ব্যক্তি সমবেত হয়। রাম নামে এক ব্যক্তি মাঠে ঘাস কাটিতেছিল, এমন সময় একটী প্রকাণ্ড কেউটে সাপ বাহির হইয়া তাহার পায়ে দংশন করে। মুহূর্ত্ত পরেই লোকটী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। নিকটস্থ গ্রামের লোকজন আসিয়া সর্পাহত লোকটিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। ঐ সময় হঠাৎ এক সাধু ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ভিড় দেখিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করেন এবং সব শুনিয়া কয়েকটী ময়ূরপুচ্ছ আনিয়া দিতে বলেন। সমাগত লোকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ময়ূরপুচ্ছ আনিয়া দেয়। সাধু তাঁহার কলিকায় ময়ূরপুচ্ছগুলি টুকরা টুকরা করিয়া দিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেন এবং একজনকে উহার ধূম সর্পাহত ব্যক্তির নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবার জন্য নির্দ্দেশ করেন। এক ব্যক্তি তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকে এবং সাধু অস্বাভাবিক উপায়ে জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ধীরে ধীরে সর্পদষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিতে লাগিল। ঐ লোকটীর বেশ জ্ঞানসঞ্চার হইলে সাধু তাহাকে ঐ ময়ূর পুচ্ছের ধূম নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। সর্পদষ্ট ব্যক্তি ঐরূপ করিলে কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়। অতঃপর সাধুটী চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন যে অবিরাম বমি হইতেছে দেখিলে ময়ূরপুচ্ছের পালক ভস্ম করিয়া মধুর সহিত তাহা পান করিলে উক্তরূপ বমি বন্ধ হইয়া যায়। জনতার মধ্যে কয়েকজন সাহসী লোক সর্প টীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

ভারতীয় রাজা ও তাঁহার কুকুর।

অমিতব্যয়িতার চরম দৃষ্টান্ত।

গত ২২শে এপ্রিল তারিখে "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ভারতীয় দেশীয় রাজারা বিলাতে গিয়া কিভাবে প্রজার অর্থ অপব্যয় করেন, তাহার দৃষ্টান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত পত্র বলেন, ভারতের দেশীয় রাজারা নিজেদের জন্য যে সব রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং এদেশে আসিয়া যে ভাবে প্রজার অর্থের অপচয় করিতেছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। উঁহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিলে অনেক সময় উঁহাদিগকে পাগল বলিয়া মনে হয়। এখানে একজন দেশীয় রাজা কুকুরের জন্য অসম্ভব রকম খরচ করিতেছেন। তাঁহার ৭ শত কুকুর আছে। এই সব কুকুরের যত্ন লইবার জন্য ৭০০ ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছে। প্রতি ২০টী কুকুরের ভৃত্যদের উপর একজন করিয়া সর্দ্দার ভৃত্য আছে এবং সকলের উপর একজন পশু চিকিৎসককে ভৃত্যদের 'জেনারেল' রূপে রাখা হইয়াছে। কুকুরগুলিকে যাহাতে মশা-মাছিতে কামড়াইতে না পারে তজ্জন্য প্রত্যেক কুকুরের উপর একটী করিয়া বৈদ্যুতিক পাখা ঘোরে এবং ভালমন্দ অনুসারে কোন কুকুরকে এনামেলের বাসনে, কোনটাকে পিতলের বাসনে এবং কোনটাকে লোহার বাসনে খাইতে দেওয়া হয়। যদি কোন কুকুর মারা যায় তবে উহাকে কবর দিয়া উহার উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে। সময় সময় কুকুর-কুকুরীর বিবাহ দেওয়া হয় এবং কোন কোন বিবাহে কুকুরীকে ৫০ হাজার টাকার অলঙ্কার দেওয়া হয়। গত ১৯৩০ সালে একদিন ভীষণ গরম

পড়ে। এইদিন একজন ইংরাজ উক্ত দেশীয় রাজার সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া বলেন যে, ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। উক্ত ইংরাজ আশা করিয়াছিলেন যে, দেশীয় রাজাটী হয়তঃ তাঁহার জন্য একটা ঠাণ্ডা পানীয় আনাইয়া দিবেন। কিন্তু একথা শুনিয়াই উক্ত রাজা চমকিয়া উঠেন এবং ঘণ্টা টিপিয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইয়া আনেন। প্রধান মন্ত্রী উপস্থিত হইলে উক্ত দেশীয় রাজা তাঁহাকে ইংরাজ ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া বলেন—এই ভদ্রলোকটী বলিতেছেন যে, আজ ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। আপনি একটী স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত করিয়া কালই কুকুরগুলিকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন স্থানে লইয়া যাইবেন।

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্র বলেন যে, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আজকাল এই ধরণের অমিতব্যয়ী রাজা-রাজড়া আছে।

খেয়ালি বিধি।

—০—

ঘূর্ণিবাতে, ভূকম্পনে, বজ্র গরজনে
অগ্নিগর্ভ গিরিমুখে অগ্নি উদ্গীরণে
ঘোর ঘন ঘটা সনে ভীষণ প্লাবনে
মহামারী কালে মহা তাণ্ডব নর্ত্তনে
মাঝে মাঝে যা দেখাও সংহার মূরতি
মনে হয়—
অতীব কঠোরতম তোমার প্রকৃতি।
দাবানলে যবে দেব দহ বনভূমি
বাড়বাগ্নি রূপে জীবে নাশ যবে তুমি
খনির তিমির গর্ভে ভূখণ্ড চাপনে
সমাধিস্থ কর যবে নরনারীগণে
তোমার সে সংহারক মূর্ত্তি দরশনে
কে বলিবে রত তুমি সৃজন পালনে?
বসন্তের ফুল সাজে মোহন মূরতি
শরতের শেফালিকা, মল্লিকা মালতী
প্রকাশে যাঁহার হাসি সেই তুমি দেব—
মহারুদ্র মূর্ত্তি সনে নাহি তব ভেদ
যে বলে বলুক আমি মানিব না তাহা
কিছুতেই মানিবনা, ধাধা লাগে যাহা
জননীর বক্ষে তুমি স্তন্য ধারারূপে
যে জীবে বাঁচাও, তারে কেন পুনঃ কোপে
হেন মতে কর নাশ, ওহে সর্ব্বনাশা
তোমারে নিন্দিব, হেন নাহি পাই ভাষা।
ঘুচাও ঘুচাও দেব ঘুচাও গোলক ধাঁধা
রেখনা রেখনা মোরে সংশয় বাঁধনে বাঁধা
নতুবা বলিব আমি বিশ্ব কর্ম্মকার
বড়ই নির্দ্দয় তাই করে চুরমার
নিজ হাতে গড়ে যাহা পাগলের মত
খেয়ালি বিধির বিধি বড় অসঙ্গত।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

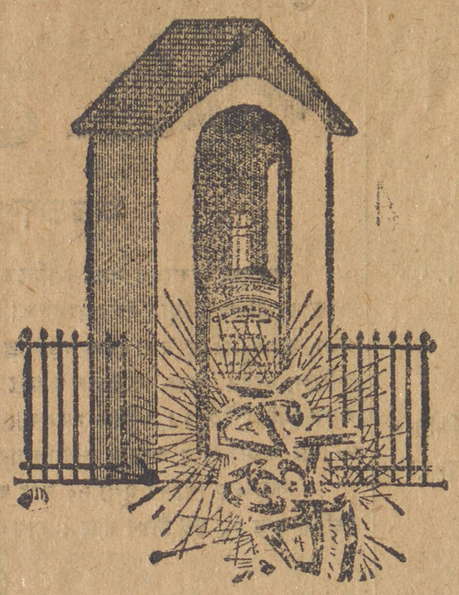

প্রতিষেধক স্বরূপ
কর্পূরাসবের
গুণ অসামান্য!

বিসূচিকা বা কলেরার প্রাদুর্ভাবকালে গৃহে এক শিশি "কর্পূরাসব" থাকিলে সে স্থানে কলেরার প্রবেশ রুদ্ধ হইয়া যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বহু বর্ষের চেষ্টা ও পরীক্ষার ফলে আবিষ্কৃত এই ঔষধ বিগত ৫০ বৎসরে বহু রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছে। কলেরা বা ওলাউঠা ব্যতীত "কর্পূরাসব" সেবনে দুরারোগ্য আমাশয়, অজীর্ণ, প্রভৃতি ত্বরায় নিবারিত হয়। এই ঔষধের নাম লইলে কলেরার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

আজই এক শিশি
সংগ্রহ করুন!
এক শিশি ॥০ আনা
ডাকমাশুলাদি।৵০।

সি, কে, সেন
—এণ্ড কোং লিঃ—
২৯ কলুটোলা, কলিকাতা।

মহারাজা, রাজা, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৹ বার আনা।

বাতের তৈল

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগে ফলপ্রদ।

মূল্য ৪ আঃ শিশি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী (বিশ্বাস) কবিরত্ন
সোণামুখী অফিস,
মণিগ্রাম পোঃ, (মুর্শিদাবাদ।)

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে
নিরাপদে ব্যবহার
করা যায়।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য
সংরক্ষণের অভিনব
প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্ম আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্মজনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেন:—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৭২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

কলিকাতা ব্রাঞ্চ — { শ্যামবাজার (ট্রাম ডিপোর উত্তর) / ২১৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণ সিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা।

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন, প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ।

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

যে যে জিনিষ বহু লোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে তাহার কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হইল।

১। "চন্দ্রপ্রভা বটীকা" :—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেইরকম, ইহা নূতন এবং পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্ত-প্রদর প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ মহৌষধ। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

২। "মণি তৈল" :—গুণে এবং সৌগন্ধে অতুলনীয়। এই তৈল শরীরপোষক, মস্তিষ্কের শীতলতা বিধায়ক, সুগন্ধ প্রসাধনোপযোগী হাত পা জ্বালা প্রভৃতির অমোঘ ঔষধ। ইহা সর্ব্বদা কেশে মর্দ্দন করিলে কেশরাশি সুকোমল শ্রী ধারণ করে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে মোটা করে। প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

৩। "কর্ণ তৈল" :—সকল প্রকার কর্ণরোগের মূলোৎপাটক অতি মনোহর তৈল। প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা। সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কামশাস্ত্র" পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্‌; কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্‌

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ডিঃ ডিঃ হাজরা এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালক-দিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাশি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক’নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়াকর্স

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কণ্টিক্স

বসন্তের প্রতিষেধক।

পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।

বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।

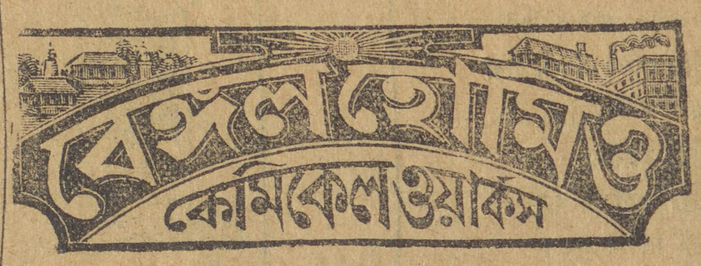

লুং—হাঁপানীর উপকারী।

হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।

মূল্য প্রতি ড্রাম ।৹ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমুল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১২৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ৷৵৹ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোকল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১৷৹ উক্ত ঔষধ সমূহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্‌

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা।

এজেন্টস্—

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত